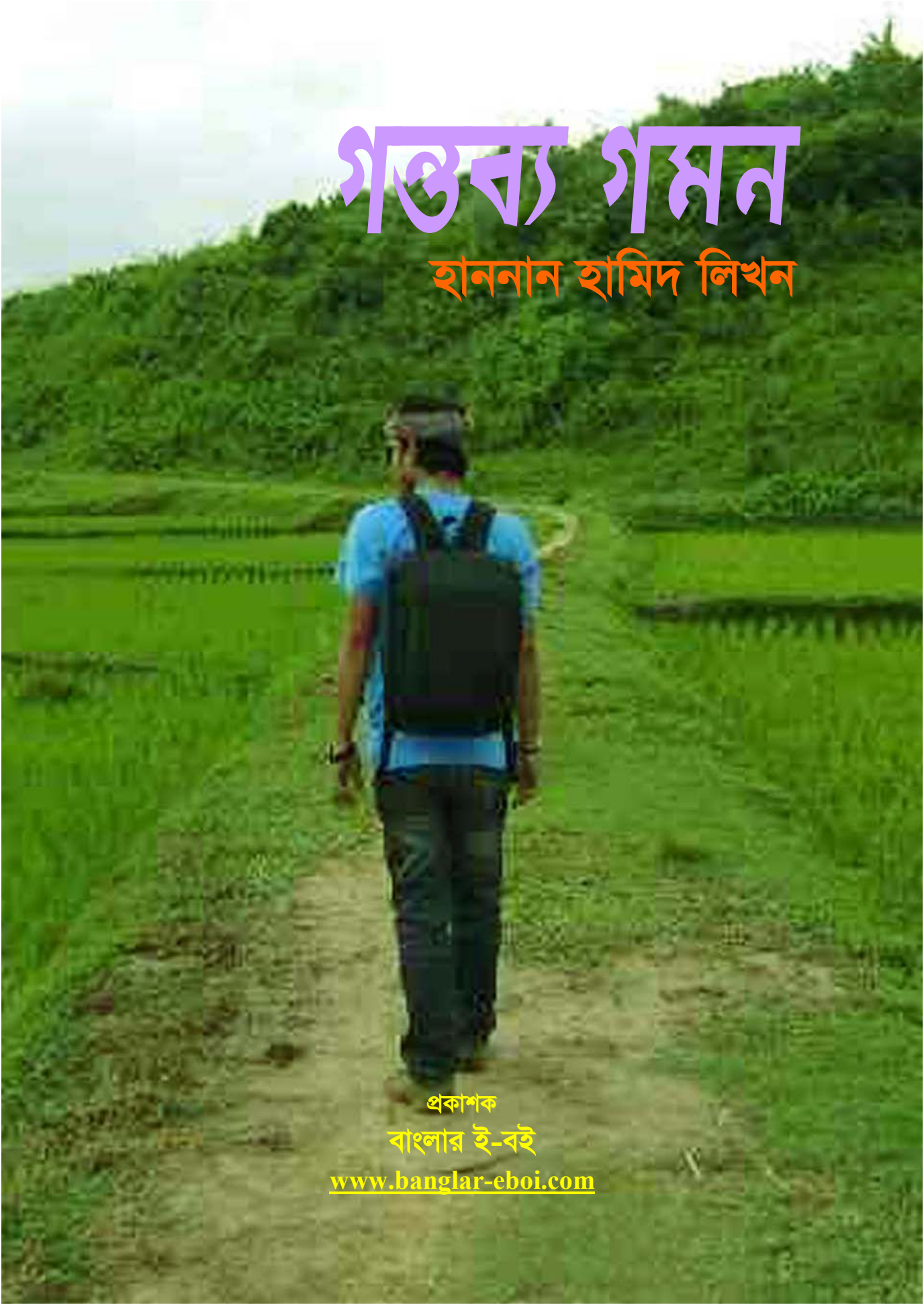

গন্তব্য গমন
হাননান হামিদ লিখন
প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

গন্তব্য গমন

হাননান হামিদ লিখন



ই- মেইলঃ llikhonn@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৯- ৩৯৭৯৩৯

কাব্যজনকঃ
আঠার বছর গ্রামে কাটানো এই কবির শরীরে এখনো কাদা- মাটির গন্ধ !
সবটা ভাবনা জুড়ে রয়েছে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ !
বিশ্বাস করেন, মানুষের চেয়ে বড় সৌন্দর্য্য আর কিছুতে নেই।
দূর্দান্ত স্বপ্ন বিলাসি, নিয়ম করে নিয়ম ভাঙতে ভালো লাগে তার !
নিভৃত এই কবিতার কৃষকের কাব্য মাঠে ফসলের পরিমান নিতান্ত কম নয় !
সময়- অসময়, যখন যেমন বিরামহীন এ লিখে চলা শ'য়ে শ'য়ে, হাজার হাজার....!
কালো কালো অক্ষরের প্রেমে মোহময় তার ছুঁটে চলা ।
কি নিষ্প্রেষন _সময়ের কাছ থেকে সময় চুরি করার অলস প্রচেষ্টা প্রতিনিয়তো ;
গান লিখছেন ইদানিং, একতারা বাজিয়ে গান বাঁধতে ভালোবাসেন,
মাঝে মাঝে বলেন আরও আগে জন্মালে হয়তো তারাশঙ্করের
নিতাই এর মত চারণ কবি হতাম !
কবিতার কৃষক নামে লিখেন সামাজিক সম- দর্পণ ফেইসবুকে।
আনন্দে থাকুন, আনন্দে রাখুন, শ্লোগান নিয়ে "আনন্দ আশ্রম" নামে
মানবসেবা মূলক একটা প্রতিষ্ঠান এর স্বপ্নদ্রষ্টা।
আনন্দ সেবক হয়ে আনন্দ আলোয় ভরিয়ে দিতে চান প্রাত্যহিক পৃথিবী !
ব্যাক্তি জীবনে কবি একজন কর্পোরেট রোবট !

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
সুনীল সমুদ্র আমার (একুশে বইমেলা ২০১২)
বেদুইন রাজহাঁস (একুশে বইমেলা ২০১২)

কাব্য ভাবনায় কবির কথনঃ

গন্তব্য গমনে, অবাক মুগ্ধতায়
শব্দ সুখে কাব্য সুধা পেতে,
কবিতার শিরা উপশিরায়,
শব্দের ঝংকারে সুখ- আনন্দ নিতে !

চোখ দেখেছে জানার আকুলতায়,
উপমার মুক্ত স্বরলিপি,
কথার পিঠে- মিঠে শব্দ বপন,
গন্তব্য গমনে ফুলের ঝাপি !

কাঁপাকাপি থেমে গেছে, অলস দুপুর,
একটি বাগান
প্রাত্যহিক চাঞ্চল্য চপল করেছে চলা,
চটুল আখ্যান...

গন্তব্য অজানা হলেও ভাবনা
গমনের দিকেই ধাবিত
জানি পথ শেষে আলো মুখে,
আছে আনন্দ সাগর স্ফীত !

এসো সুরাসুরে ভাসমান, প্রানের প্রদীপ, এসো পথে পান্থ
গন্তব্য গমনে, কবিতার গাল ছুঁয়ে,খুঁজে পাবো অনাদি অন্ত !

(অধম,মূর্খ লিখনের বাতুলতা নিজগুনে ক্ষমা করবেন পাঠক)

গন্তব্য গমন
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
কিনাম মানিক

ই-বুক প্রকাশকাল
এপ্রিল, ২০১৩
ফাল্গুন, ১৪১৯

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচীপত্র

গন্তব্য গমন /৬
গন্তব্যের অন্তরালে /৭
পথের পান্থ-০১ /৮
পথের পান্থ-০২ /৯
পথের পান্থ-০৩ /১০
বসবাস মগ্নতা /১১
স্বকীয়তা /১২
লিখতে হবে লেখার ছলে /১৩
এলো কথা... /১৪
চাঁদ জোসনার বসবাস /১৫
একটাই গন্তব্য /১৬
মুগ্ধ অমর বাণী /১৭
বদলায় বদলের পাঁয়তারা /১৮
অর্থ কথন /১৯
জিজ্ঞাসা /২০
ইচ্ছের দোলাচল /২১
কাব্য কথন /২২
আহবান /২৩
অন্তরীক্ষে যাবো /২৪
বেহালে ভাসে খেয়া /২৫
লিখিত লিখন /২৬
কিচিরমিচির সিরিজ /২৭
মগ্নতায় বসবাস /৩০
জন্মামৃত কবর /৩১
ভালোবাসার অনুভব /৩২
ইচ্ছে আমার ইছামতি /৩৩
মনের বার্তা /৩৪
বৃষ্টি কাব্য /৩৫
বয়ঃসন্ধি কাব্য /৩৬
আপনায় আত্মমগ্ন /৩৭
লব্দ ত্রিতাল /৩৮
একলা গায়ের বধূ /৩৯
মূল যোজনা /৪০
অসভ্যতা /৪১
অমীমাংসিত /৪২
একআস্বাদন / ৪৩
বৈপরীত্য /৪৪
বৃত্ত বন্দী /৪৫
ছায়াঘন মায়া হরিণ /৪৬
উত্তল শাহবাগ /৪৭

গন্তব্য গমন

কোন নির্জন জায়গায় যাবো বলে
সকল নির্ভরতা হেলায় দলে..
আচ্ছা করে মন বাধলাম, মায়া সংসার
কায়া ছেড়ে দূরে যাবো, নিটোল পারাপার !

অনেক কচি পাতার সবুজ গাছে
কেবল নিজের করে মনের ধাঁচে
পাখির কূজন শুনবো বলে থলে ছিড়েছি
প্রকৃতি আমায় ডাক দিয়েছে পদ্য গড়েছি !

একটা শাপলা পুকুর গভীর জলে
মাছের টুপে ছিপ ফেলে..
তুলে আনবো আনত ভূমি , আমি
একটা আস্ত আকাশ চাই, হবো রাজা ভূস্বামী !

যাব কোথাও মন টেনেছে, বললো হুতাশন
বার্তা অশেষ, বিশেষ আয়োজন..
অচেনা পথ চেনা বলয়, প্রলয় নিকশ কালো
ওখানে যাবো যেখানে যায়, স্বচ্ছ এবং ভালো !

সবাই কেবল ফুলের কথা বলে
পথের পথিক ফুলের গন্ধে দোলে
কাব্য করে মনে কথা, এমন কোথাও যাবো
জলেরা সব মধুর নহর, কোন পথ হাতড়াবো !

একটা একলা ঠাই পেলে পরে
মনের মায়ার উষ্ঠ ধরে..
গভীর মায়ায় ছায়া দেবো, বলবো পরাণ চেপে
আমার জগত, পথের তাগদ পুষ্প বীর্যে কাঁপে !

জুন- ২৪,২০১২

গ ন্ত ব্যে র অ ন্ত রা লে

তোর ঘুম ভাঙাবো বলে,
রোদের আকাশে আকিবুকি কেটেছি
একটা মস্ত দুপুর, একটি আস্ত সন্ধ্যে,
একটু মন কেমন করা মায়াবী ভোর !
আমি ডেকেছি, ঘুম কী ভেঙেছে তোর !

তোর সাড়া পাবো বলে,
পা ঘষটে চলেছি অনেকটা পথ,
পথ- ঘাট মিহি বালি, চটচটে জনপদ
নাব্য নদীর কলতানে উষ্ণ ভাদোর,
আমি চেয়েছি, সাড়া এসেছে তোর !

তোর দেখা পাবো বলে,
অন্ধ তীরন্দাজ কেবলই হেঁটেছি
একবারও কোথাও চোখ মেলিনি,
কত হাতছানি এলো কত মায়াডোর
আমি তাকিয়েছি, দেখা পেলেম তোর !

তোর কাছে যাবো বলে,
কত গোছগাছ, কত সাজানো গোছানো,
নিজেকে তিলোত্তমা নির্মান, সুনির্মল
প্রসারিত চোখে অনন্তকালের ঘোর
তুই ডেকেছিস, কাছে যাবো তোর !

মে ২৫, ২০১২

প থে র পা ন্থ - ০১

পথের মোড়ে বাক নিয়েছি,
অন্য পথে যাবো,
পথের মানুষ, শুদ্ধ স্বরের
পথিক হয়ে র'বো !

দেখার ছলে তাকিয়ে থাকি
পথের বাকে পা,
কোথা পৌছলে হঠাৎ পাবো
সোনার শিরোপা !

বালির বুকে পায়ের কালি
পথের বুকে মুখ,
পথে আছে সাথের সাথী
অবাক স্বপ্ন সুখ !

কার্যকরণ হেঁটে চলা,যায়
মানুষ দেখে দিন,
কত মুখে, পিছে সম্মুখে
মনের রিনঝিন !

পথিক নাকী পথের পান্থ..
গ্রন্থ বিশাল এক।
হাঁটলে তবে শিখবে কিছু
নচেৎ না- লায়েক !

সেপ্টেম্বর- ২৬, ২০১২

প থে র পা ন্থ - ০২

বুকের পাঁজরে ফাগুনের দহন
গহন জুড়ে ঘন মেঘ..
চেতনারা লালায়িত কারাগারে,
ধূলায়িত মূল আবেগ !!

একটাই ভাষা এখন আটপৌরে
শব্দ গাঁথে চোরাবালি স্রোত..
কবি কেবল দিন গুনে কবিতার
মায়া ও বিভ্রম কী অদ্ভুত !!

চেনাতালে গান বাজে ঠুনকোধ্বনি
ভাঁসে অমোঘ সুরালাপ..
শুধু এই বয়ে চলা,দিনের দহনশ্বাস
আঁখিমুদে চেয়ে থাকা পাপ !

বহুরূপী ঘর- দ্বোর চারপাশ একা
দৃষ্টি সীমানায় আলোখেলা..
নীড়ে ফেরা মুখগুলো বিমর্ষ সব
অচিন সায়রে ভাসছে ভেলা !

টুকটাক যাই হোক, বাঁচাটাই মূল জেনো,
হেঁটে চলা, জীবনের গান..
আবেগ ও দহন রবে, জীবনের ভৈববে
মুখ চেয়ে হাসো অম্লান !!

অক্টোবর- ১৪, ২০১২

প থে র পা ন্থ - ০৩

চলে যাবার জন্য পা প্রস্তুত
পথ ডাকছে পদতলের আঘাতের নেশায়,
সামনে যাত্রী ছাওনীর আড়ালের মেয়েটা,
এদিক ওদিক চেয়ে খুঁজছে অচেনা নাগর !

এই নগরের গলি- ঘুপচি,
উল্টোপ্যাচের খাইখাই উৎসব, মিছে অনুভব
নষ্ট দিনের গ্লানিমুখরতা, ক্লান্ত জলছাপ,
পাপ উগরে দেয়া নির্মল কুহুতান, ডাগর !

দেখে দেখে অভ্যস্থ চোখ,
কালো কাকের উপচানো ভীড়ে,
চিড়েজৌলসের রকমফের, মানুষ দেখা দায়
চোখের কার্নিশ গালের বার্ণিশে অন্ধরুপ !

বিজন বনের সবুজ টিয়া,
ওর সাথেই থাকার কথা বাকিটা জনম,
তাই পথের কথা বলা, আর অন্যসব
ও কিছু নয়, জীবন আমার নিজরঙে অরূপ !

ডিসেম্বর- ০২, ২০১২

ব স বা স ম গ্ন তা

অনেক ভালোবাসা চাই আমার,
চাই নিরাপদ হৃদচারণ ভূমি,
ভাবতে পারো,
কি হবে এত ভালোবাসা দিয়ে?
একদিন আলো ফোটা ভোরে,
এক সত্যের মুখোমুখি দাড়িয়ে,
এই প্রশ্নের খোঁজে হেঁটেছি অবুঝ প্রান্তর,
কেন ভালোবাসা চায় মৌন এ অন্তর !

ধেয়ে আসা পুবের বাতাস বললো,
আমিও একদিন বয়ে যাবো,
ঐ দিগন্তের গহব্বরে !
কেবল ভালোবাসা রয়ে যাবে,
মিহি হাওয়া লালসা সঙোপনে !

পথ পাশের খ্যাপা বাউল,
গুন গুন করে বলে গেলো
স্বার্থপরের এই পৃথিবীতে
কেবল ভালোবাসাই
বৈষম্যহীন, দ্যোতনার মূল মর্ম !

লাল রবি কবির মতো আলো ছড়িয়ে
বলে গেলো অকপটে,
শব্দ ছেড়ে ভালোবাসায় তা দাও,
কেবল ভালোবাসা জমাও !
সাবলীল সত্যে হোক
নির্মোহ কথালাপ !

মাতাল হাসনাহেনা ছুঁয়ে গেলো মগজের সুভাস !
মনের গহন বলে ভালোবাস, কর প্রেমে বসবাস !
সেপ্টেম্বর- ১২, ২০১২

স্ব কী য় তা

চেতনার দ্বারে দ্বারে
কে যেন গেয়ে ফিরে
বলে যায় গান গাও আপন তালে !

বিষাদ কেটে যাক
ফুলেরা প্রাণ পাক
চন্দ্র উঠুক হেসে ভরা দিক পালে !

হাতাশা মিছে বলে
চল নিজের চালে
চেয়ে দেখ চারপাশ কত সুন্দর !

বেদনার ছলা কলে
থেকোনা সব ভুলে
সাজাও নিজের মুগ্ধ মন বন্দর !

দেখবে আর দুখ নাই
সুখ ভোগে জলপাই
সাত সুরে বাধা, চেতনা আছে !

নিজেকে পাবে ফিরে
চলমান এই ভীড়ে
চলো বাঁচি কিছু সময় নিজের ধাঁচে !

জুন ৩০, ২০১২

লিখতে হবে লেখার ছলে

লিখতে হবে একটি কথা
শেখার মত বাতুলতা..
লিখতে হবে মনের ব্যথা
মিছে দুখে কাব্যকথা !

যাতনা মনের চেতন ছুঁয়ে,
শুনবে আমার এই প্রহসন..
লিখতে হবে একটি সকাল,
একটি ভোরের আদ্র কথন !

দুয়ার জুড়ে ময়লার স্তুপ,
দূর্নীতির এই অন্ধ কূপ..
লিখতে হবে মায়ার রূপ,
বৈরী হাওয়ায় রুদ্র বিরূপ !

সাদা পালের নৌকো ছেড়ে,
কেড়ে নেওয়া প্রাণের পরশ..
লিখতে হবে নীতির রাজা,
আজ প্রয়োজন সতেজ সরস !

আলোর ভোরে দোল খেয়ে,
থাকবো কেবল অরূপ চেয়ে..
মনের বাগান সাজবে ফুলে,
লিখতে হবে লেখার ছলে !

সেপ্টেম্বর- ১১, ২০১২

এ লো ক থা..

আজ কোথাও যাওয়া হলোনা,
আমার ঘর, চার চার'টে দেয়ালের আলোখেলা
সাথী হয়ে রইলো সারাটা সকাল,
সমস্ত দুপুর, গোটা সন্ধ্যে, নিথর রাত্রি !

জানলার পর্দায় আটকে ছিলো
মুগ্ধ দৃষ্টি, উচ্ছাসগুলো ছিলো ছাইচাপা
আগুনের মতন, মনের গহব্বরে,
বিদীর্ন সময় গড়িয়ে গ্যাছে, ঘরে পথযাত্রী !

দেয়ালে কান পেতে শুনেছি অসন্তুষ্ট গল্পের
ধারাবাহিক আখ্যান, এখানে কোন দায় নেই,
আয় কেবল সময়ক্ষেপন, বেঁচে থাকাই মূল,
উসুল হবে জনমের জ্বালাতন, গতির চাকা !

ভাবনার এলোখাতা, কত কিছু নাড়লো
এলগেলো কতজন, কতক্ষণ, মুহুর্ত এক
ধূর্ত শেয়াল যেন কামড়ে গেল স্মৃতিকোঠা
আজকে আটকে পড়া দিবস, থমকে থাকা !

সেপ্টেম্বর- ২৩, ২০১২

চাঁদ জোসনার বসবাস

সে এসেছিলো,
কঠিন গ্রীল গলে ফাক ফোকরে,
আমাকে ছুঁতে চেয়েছিলো,
আমি তার শুভ্রতায় গা মাখিনি !

সে প্লাবিত করেছে,
শাদা মেঘের ঘর, লোকালয় জনপদ,
এখানে ওখানে কত মোহ- প্রেম,
নির্বাক শব্দের স্রোতে কিছু দেখিনি !

সে মনে দুলেছে,
কত কাব্য, উপমার বেড়াজাল,
কত মায়া বিভ্রম, কথামালা তাকে ঘিরে,
ছায়া ঘন প্রেম ছিলো চোখ খুলিনি !

আজ তাকাতেই দেহ মনে প্লাবন এলো,
আমার ছাদের গাছগুলো ভিজছিলো..
জোসনা প্লাবনে, আহা অপরুপ চারপাশ,
তাই কিছু শব্দে, চাঁদ- জোসনার বসবাস !

অক্টোবর- ০১, ২০১২

এ ক টা ই গ ন্ত ব্য

শেষ পর্যন্ত আর ফেরা হয়না,
হাটাপথে আর মন জাগেনা,
পথের আচ্ছাদন সরগোল দিলো..
পরলোকের হাতছানি এলোমেলো !

আঁধারে থমকে থাকার নামে,
একটি হলুদ সন্ধ্যা অস্তে থামে,
নীড়ে ফেরা পাখিদল শেষরোদ ঠোটে..
পৃথিবী পরাজিত হৃদয়ের ভোটে !

পরাজিত মানুষের চোখে ও মুখে,
দুঃখের ভাবনাগীত, ধুকছে সুখে,
দূর্বল অর্গল খুলেনা, মারমুখি জনতা..
জেনো পাপ নয় পাপী হলো, দৃঢ় দূর্বলতা !

বালকের পালকে সলতে পোড়া,
আগুনের দাবদাহ, মনে লাগে নাড়া,
কোন পথে আর হয়না নিজমনের হাটা..
শেষ পর্যন্ত একটাই গন্তব্য, পৃথিবী গোটা !

অক্টোবর- ০১, ২০১২

মুগ্ধ অমর বাণী

নীড়ের টানে পথ ভুলেছি
হাটছি ক্রমাগত !
পৌঁছবো কখন অমৃতলোক,
মুছবো তীব্র ক্ষত !

ঘরে ফেরার ফেরারী নেশা
বললো ডেকে শোন !
তোর টানে কেউ বসে একা,
যেন পাপিয়া টুনটুন !

টিয়ার ঠোঁটে বার্তা এলো,
আপন গৃহের ডাক !
মন পায়রা ডাকছে কেবল,
বাক বাকুম বাক !

একজনা কেউ খুব খেয়ালে
আমায় ভেবে ভেবে !
ফিরতে হবে আঁধার ঘনায়,
আলো যাচ্ছে নিভে !

পাখির ডানায় ফুলের শীষে
আমার আগমনী !
বলবে নাকি ? কানে কানে,
মুগ্ধ অমর বাণী !

জুলাই- ৩০, ২০১২

বদলায় বদলের পায়তারা

দৃশ্যপট বদলায়, বদলায় চেনা পথঘাট,
নদীর তটরেখা দাগ কাটে বালিয়াড়ী মনে,
অন্য কোন সীমানায় যার ধাবমান
ছুটে চলা, পলি জমা চারপাশে তৃষ্ণ মহাজনে !

ভোগ দখলের পায়তারা চোখে মুখে,
এখানে অন্ধ আলোকিত বেশি, সব চোখ তারদিকে !
চোখওয়ালা মানুষগুলো নেড়ীকুকুর,
এত সাধারন আঁধারের প্রতিবিম্ব, নষ্ট আলোয় ফিকে !

বদলায় বদলের পায়তারা, গুটি পায়ে
উটেরমত মুখ গুজে দিনযাপনই শেষ কথা এখানে
সবুজ- স্নিগ্ধ গাছে অবুঝ কুড়োল কোপ
বয়ঃসন্ধির খেলা জমেছে বেশ স্বার্থ জমা যেখানে !

বদলের উন্মুখ গভীরতায় গা ডুবিয়ে
নিজের চারপাশটা গাঢ় করে ঢেকে ফেল ফুলে !
সবটাই সময় পরিক্রমা শুধু, যতটুকু
প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, সাজালে নিজেকে জাগতিক ভুলে !

ডিসেম্বর- ০৪, ২০১২

অর্থ কথন

ভাবছি এবার কাব্য নয় আর,
তেল মরিচের হিসাব হবে..
শব্দে নয় আর কথার আবাদ,
টক- শো টিভি কথা কবে !

ভাবছি এবার কবিতা ছেড়ে
অচিন পথে হাটবো একা,
ছন্দে তো আর প্রাণ থাকেনা
ক্রমধারায় কেবল ধোকা !

লাইন গুনে বাক্য বিন্যাস
উপমা নিয়ে টানা টানি !
এর'চে ভালো হিন্দি মুভি
এর ওর কথা কানাকানি !

ঠুনকো জীবন গভীর ভাবনা
ভেবে কি আর হবে এখন,
চারপাশে আর কাব্য নেই আজ
সবই কেবল অর্থকথন !

অক্টোবর ০৫, ২০১২

জি জ্ঞা সা

কি খবর ?
কতদিন চেনা মুখ অচেনা পথে মুখোমুখি
দাড়িয়ে বলেনি কোথায় থাক, দেখি- দেখি,
কেমন আছে আগাগোড়া স্থাবর- অস্থাবর ?

কি খবর ?
বহুদিন সরল পথের, শেষ শুভ্র বাঁকে বসে,
দেখেনি কেউ রঙ তামাশা গাঢ় ভালোবেসে,
শুধু হেঁটে গেছে হাঁটা পথে, সকলে পরাপর !

কি খবর ?
দিনমান বয়ে যায় সময় তরী, ফেরাপথে
অযথা মেতেছে মৌন মানস প্রিয় সংঘাতে,
ধীরলয়ে খুঁজে যাই পথ পাশের দূর্বা কবর !

কি খবর ?
পুণ্যি লাভে কি অভাবে ঘুরছ এর ওর পিছু
রাজনামচায় ভুল খতিয়ান উপায় পেলে কিছু?
কোন পথটা শুদ্ধ তোমার কাটছ মিছে জাবর !

কি খবর ?
আচমকা মনের গহনে ছলাৎ ছলাৎ জল
ইচ্ছে করে বলে দেই অনাদি- অন্ত ফলাফল
কতটুকু গাঢ় প্রেমে বয়ে যায় সরল অন্তর !!

জানুয়ারি- ৩০, ২০১৩

ই চ্ছে র দো লা চ ল

ইচ্ছে করে মাঝে মধ্যে নিরেট বোকা হয়ে যাই
তোমার বা হাতের আঙ্গুল আঙ্গুলে সেলাই করে
বোকামির চাতুরয্যে নিজেকে তুমুল ভাসাই !

ইচ্ছে করে ভর সাঁঝে অনিচ্ছার স্রোতে ভেসে ভেসে
তোমার কূলে ভিড়াই স্বরূপ কাঠের নৌকোখানি
সাঁকো থেকে অপলক চেয়ে রও মুগ্ধ ভালোবেসে !

ইচ্ছে করে হা হা হাসির তুড়ে কাঁপিয়ে দেই সব
চারপাশ জনপদ, সাবলীল শুদ্ধ মন, চেনা বলয়ে
প্রিয় মুখ কাছে থাক, অপরূপ বিমল অনুভব !

ইচ্ছে করে এই আশ্চর্য সোনা ভোরগুলো ধরে
সাজিয়ে দেই তোমার ঘুম ভাঙ্গা চোখের কোনে
অনেক স্বপ্ন স্বাধ আহ্লাদি ভালোবাসা থরে থরে !

ইচ্ছে করে সব শব্দের অন্তরে দামামা বাজাই
সব গুলো চেনা সুরে গান বেঁধে ফেলি হঠাৎ
ইচ্ছের সমারোহে সরল শব্দে পৃথিবী সাজাই !

ইচ্ছে করে অনিচ্ছের গলা টিপে দৌড়ে পালাই
ইঁদুরের জন্ম ভিটায় ধান শালিকের বসবাস
কুটকুট করে কেবল আশ্চর্য সুষমাটুকু খেয়ে যাই !

ইচ্ছে করে দৃঢ়কল্পে জীবন বোধে,খুঁজি মানুষ
ইছামতি নদী মিছে মানব ছাড়া, মিছে পৃথিবী
ইচ্ছে করে মানবতার সরল গানে উড়াই ফানুস !

জানুয়ারি- ৩০,২০১৩

কাব্য কথন

মাতাল কবি মুগ্ধ কাব্যে বাঁচি
মন মুনিয়া যাচ্ছে কেবল নাচি
কাব্য ছাড়া কোলাহলের ভিড়
কবি কেবল কাব্যে বাধে নীড় !

বৃষ্টি কাব্য, বর্ষা কাব্য জলজ
কাব্যে গাঁথি মর্ম গাথা লোকজ,
মনের কাব্যে দুলি ষোলকলা
কাব্য ছাড়া কবি তো নিষ্ফলা !

কাব্যে আঁকি,নাব্য নদীর জল
সুখের কাব্যে খুঁজছি মনোবল
সরল কথায় সহজ বিভাজন
কাব্যে কবির মৌন আয়োজন !

দেখায় কাব্য লেখায় কাব্য রাখি
কাব্য ছাড়া চোখ মেলেনা পাখি !!

ফেব্রুয়ারি- ০১, ২০১৩

আ হ বা ন

শব্দে ভাষায় ভাবের বান্ধব তুমি
যেদিন ঐ রাঙ্গা আকাশ কালো, ভুমি
যবে বিরান ধুলো, কোষ্ঠ কাঠিন্য
চুমে পড়ে আছে ঘাসফুল'রা জঘন্য !

ঝরায় খেয়েছে ললিত বাগান,
হাড্ডি আছে পোষা জীবের ক'খান ।
মধুর লোভে লালাপ্রেমি ভ্রমর,
ভুলে গেছে কলির সুধা সাধের অন্তর !

বিশ্বাস যখন একটি মাত্র শব্দ
সকল মনে অস্থিরতা, নিজের মোহে জব্দ,
ভালোবাসার গোলাপ বনে কীট,
তখন তুমি হিসেব টেনো, লাভ ক্ষতি নীট !

দেখার নেশায় পশুর মত চোখে
কূল হারিয়ে তাকায় মানব, নিজ কর্মে শোকে,
মনের মাঝি বৈঠা ফেলে যদি..
দূর অজানার ভাবনা ভাবে, এসো নিরবধি !

ভালোবাসার যৌথ বাগান ছেড়ে
দিক বিদিক ঘুরছে প্রেমিক, কাব্য ছাড়া ফেরে,
ভাবনায় এসো কবির কাব্যে তুমি
সাজিও নিও মানবীয় করণ, মানব চরণ চুমি !

ফেব্রুয়ারি- ০৩, ২০১৩

অন্তরীক্ষে যাবো

অন্তরীক্ষে যাবো বলে অন্তরের অনুকূলে
চিঠির মত বোবা শব্দ পাঠিয়েছি মেঘের কানে !
বার্তা আসবে শর্তাবলীর চুল চেরা বিশ্লেষণে
সীমা অতিক্রান্ত আমি পৌছব তুমি আছ যেখানে !
হিয়াময় মিয়ানো বিকেলের সৌন্দর্য আর
সুশীতল ছায়াতলে তোমার নামের বন্দনা গীত !
তোমার কাছেই যাবো, গগন নীলে আলো
ফেলে, মহাকাশে ভেসে ভেসে বিগত অতীত !
কোন ফাঁকে ফেলে রাখা কিছুটা সময়
ঘিরে থাকা কিছু দিন ইতি উতি তাকানোর নামে !
চমকানো পিলে জুড়ে অযাচিত কলধ্বনি
মহেন্দ্র স্মৃতি চারন আয়ুষ্কাল শেষে এ চিত্র ধামে !
যা কয়েছি যা সয়েছি সব নাকি জমা
তোমার অন্তরীক্ষে, অপলক তাকিয়ে খুঁজবো মনা
নিয়ে যাবো দেব বলে মর্ত্যের মনোহর
মাঝরাতের আধো ঘুমে গন্ধ মাতাল হাসনাহেনা !
সবকিছু পড়ে থাক জমানো হিসেব
কালক্রমে ধেয়ে যাই, জানি তোমাকেই পাবো !
বড় সাধ বিভোর জনম সব ছেড়ে
তোমায় ছুঁয়ে ঐ সুদূর নিকট অন্তরীক্ষে যাবো !

ফেব্রুয়ারি- ২০১৩

বেহালে ভাসে খেয়া

চলমান দিন যাপন, নিকট অথবা আপন
জনমের দোলাচলে দেখি কত বিভাজন
জীবিকা দহন কর্মের এ মোহ আস্ফালন
এভাবে কাটে দিন, হয় নষ্ট সময় অগণন !
চেতনার খাতা, অধীর হয় মুখ্য নিরবতা
ভোক্তা কমে গেছে দেখি অবাক ক্রেতা !
জনমের কথকতা কখন কে হয় মিতা
কোন কাজে, ঘোর সাঁঝে আসে অমরতা !

অযথা, সুখস্বপ্ন রুখে দেয় ভাবনার ঘোর
রাত যায় দিন যায়, মধুময় হয়না ভোর !
অস্থির মন নিয়ে আসা যাওয়া কাছে দূর
হয়না মানবিক কাজ, বাজেনা মুগ্ধ নুপুর !
দেয়ালে খেয়ালে ভাসে নিজের অরূপ ছায়া
অন্যের ভুল খুঁজে স্বীয় কাজে জমে মায়া
নিত্য কাজে প্রাতকর্ম, ময়লায় হাত ধূয়া
যদি কাল শেষে দেখি বেহালে ভাসে খেয়া !

ফেব্রুয়ারি- ০২, ২০১৩

লি খি ত লি খ ন

সেই লেখাটি লিখব কবে
আর কবে সে কাব্য হবে
মানব প্রেমের সরল কথা
মানস চক্ষে শুদ্ধ নির্মলতা !

গাছের মতন গাঢ় সবুজ
শিশুর চোখে শুভ্র অবুঝ
মাটির মতন সহজ খাঁটি
সাজানো জগত পরিপাটি !

মায়ার বাঁধন সকল মনে
সবাই সমান মান ও ধনে
ফুলের আবাদ ধরা জুড়ে
খুঁজবো মানুষ মনন খুঁড়ে !

রোগ শোকহীন আনন্দ ক্ষণ
মানব মনে সুখের বিনোদন
সকল মুখে মানব ধর্মবাণী
লিখব কবে সে কাব্যখানি !

কাব্যে হবে শুদ্ধতায় বসবাস
ফুরাবে যবে মিথ্যে পরিহাস
মানব মনের সহজ ব্যাকরণ
কবে আঁকি, লিখনিতে লিখন !

ফেব্রুয়ারি- ০৩, ২০১৩

কি চি র মি চি র সি রি জ

১

মাছরাঙা পাখি,
তুমি আমার অপেক্ষাটুকু বুঝে নিও
আর কেউ না বুজুক
কতটুকু খরায় জলেছে অনাদি দিগন্ত আমার !
কি অন্তহীন অপেক্ষা তোমার মত
একটি মাছের সন্ধানে ঠাই বসে সারাটি দুপুর !
আমার লক্ষ্যে তো ভিন্নতা ছিলোনা,
একটি মৌলিক সৌন্দর্যের টানে
কলি ফোটা ফুল দেখবো বলেই কেটেছে
সারাটি সকাল, মস্ত সময়
সেই আলো ফোটা ভোর হতে সাঁঝ অবধি !

২

দোয়েল পাখি,
কি বিচ্ছিরি অধঃপতন নিয়েও নির্বাক তুমি
দোয়েল চত্বরে তোমার ভাস্কর্য্যে মল ত্যাগ কর,
নিজের মহিমা বুঝে উঠতে পারনা কিছুতেই,
যতটা যোগ্য তুমি, ভূ- ভাগ কাঁপিয়ে নিজেই তা
মানতে চাওনা কিছুতে ! আমার কি দোষ
আমি তো মৌলিক সৃজনে নিজেকে ভুলে ছিলাম
কিছুটা সময়, আমি জাতীয় না হলেও নীতিয় নিশ্চিত !

৩

কথার কবুতর,
শব্দের বাকুম বাঁকে আঁকছ চেনা দ্যোতনা,
বার্তা প্রদানে অসীম দক্ষতা তোমার,
কত চোখের চাওনি করেছ অনুবাদ, শব্দ কবি

যদি বাক্যের ব্যাঞ্জনায় কারো তরল চোখে
প্রেম ছবি আঁকে, কোন পাঁকে ফেলে বল,
অজান তপস্যা মগ্ন সুরালাপে উপমা দিয়ে
বলবে তাকে অলস প্রত্যয় ?

৪

মন ময়না,
কি দারুণ গহনা গায়ে, পালকের মাধুর্যে
সবটা দখল কর অনিমেষ, ক্লেশ ভুলে
কপি পেস্ট করে যাও অজানা কণ্ঠধ্বনি
একটুও ক্লান্তি নাই পরম্পরায়, হায়
এ জীবন যদি কপি পেস্ট ক্ষেত্র হতো
এখানটা ওখানে, ওটা এনে এখানে জুড়ে দেয়া,
মাঝে কিছুটা অনুশীলনের ঘষাঘষি !
অবিকল ডেকে উঠা চেনা নাম ধরে !

৫

সাঁঝ পাখি,
বেলা শেষে কোন আঁধারে লুকাও তুমি
আলো ফোটা দিবালোকে, স্বপ্ন ধারণে কাটে
বিলাসি প্রহর, চেনা দ্যোতনা তোমাকে
নীড়ে ফেরার গল্প শোনায়, নীড় ভুলা আমি
দিগম্বর ঘুরে বেড়াই, ছায়াঘন বন বাদাড়ে
জানি দিন শেষে ঘোর সাঁঝে দেখা হয়ে যাবে !

৬

টিয়া পাখি,
হিয়া কাঁপে অধীর তাপে, বাকা ঠোঁটে
মসৃণ স্বরলিপি, টুপুর টাপুর শব্দ বিন্যাস,
দিন যাপনের বিস্বাদ শেষে
তোমার নামে উপমা হয় প্রেমিক মনে,
চাতুর্যের মাধুর্য বিলাস বয়ে যায় মোহন খেয়ায়
অবাক চোখ খুঁজে ফেরে গাঢ় বনে সবুজ পালক !

৭

কোমল কাক,
অবাক হচ্ছ কবির কথনে ?
যাতনা যতনে রতন খুঁজ ময়লার স্তূপে
ভূ- ভাগ কাঁপিয়ে দাপানো কা কা রব
ঠাঠা রোদ্দুরে যদ্দুর চোখ যায় নষ্ট ভাগাড় দেখি
তোমার সাথে নিজের অস্থির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে
নিজেকে কাক কোমল ভাবি অহর্নিশ !

মগ্নতায় বসবাস

অবহেলায় কালের ভেলায় দিন ভেসে যায় শুধু
তাকিয়ে দেখি সামনের পথ, মরুভূমিময় ধূ ধূ
এতটা সময় কত অবক্ষয়, যাপিত পথের পাশে
কোথায় গেছে সরল যৌবন, কাকে ভালোবেসে !

করবো করি করছি বলে পার হয়েছে নিরেট দিন
বাজবে বাজে বাজছে বলেই, গুন গুনাল মনোবীণ
হিসেব নিকেশ শিকেয় তুলে, তাকিয়ে থাকা রাত
কি দিয়েছে, কি নিয়েছে, ক্রমে ঘনায় মুগ্ধ প্রভাত !

করণ কার্য শিরোধার্য, পেটের পূজায় দৌড়ে যাওয়া
কাজের কাজে কালের জলে, সময় নৌকো বাওয়া
নিজের বলে ভাবনা ভাবার অবকাশ ছিলনা মোটে
পরাজিত এক পথের পথিক, হেরেছি দেনার ভোটে !

চুলচেরা দিন ঠিক বলেছে কখন করার কি ছিলো
বুঝিনি কিম্বা বুঝেও আবার, হেঁটেছি এলো মেলো,
তাগড়া মনে বাগড়া দেবে এমন সাধ্য কার আছে
যাপিত জীবনে সবটা কেটেছে খেয়ালী মনের পিছে !

প্রশান্তিতে অশান্ত মন শান্তনা যায় খুঁজে, কোথায়
গিয়ে শান্ত নদের ঢেউ, মিশেছে মিলন মোহনায় !
জীবন তো আর সরল অংক নয়, ভাবনা বিলাস,
যাক নিরালায় অবলা ক্ষণ, করি আপনায় বসবাস !

ফেব্রুয়ারি- ২৮, ২০১৩

জন্মামৃত কবর

কতদিন শোনা হয়না প্রিয় সুরে মিঠা গান
বহুদিন বিবাগী মন, ঘর চেনেনা পিছুটান !
ভোরবেলাতে বাবার ডাক, মায়ের উষ্ণ বুক
ঘুম ভাঙেনা শুনে লাল মোরগের কুক্কুর কুক !

চেনা পথে হাটিনা এখন, অচিন পথ প্রিয়
মায়া বিড়াল কোল ঘেষেনা, ডাকেনা মি- অ,
হলদে বলদ, দুধাল গাভী, গায়ের মেঠোপথ
কোথায় গেল জন্মভূমির ভালোবাসা শপথ !

পাগলা চাচা, সানাই হরিপদ কোথায় গেল
মিঠে কথার চারণ কবি নিতাই বল কি পেলো।
কতকিছু জানিনা আর, রাখিনা কারো খবর,
কোথায় হলো, সোনার বাংলার জন্মামৃত কবর !

শাওন রাতে মিঠে চাঁদ, একলা বাড়ি ফেরা,
সবুজ গাছে আলোর নাঁচন, হলুদ স্বপ্ন ঘেরা !
একলা বটের শীতল ছায়ে, ছোট কৃষান মেয়ে
আরকি থাকে অবাক বালক আমার দিকে চেয়ে

ক'দিন পরেই ফেরার কথা, আর দেখিনি বাড়ি
আছে কেমন শাপলা পুকুর, স্কুল প্রাঙণে নাড়ি,
এই নগরে উগরে দেয়া মলে, ইট- পাথরের পাঠ
তোমায় ভাবায় অবাধ্য দিন গায়ের সবুজ মাঠ !

মে- ১৬, ২০১২

ভালোবাসার অনুভব

হলুদ ফাগুন দেখে কি হবে বলো
অনুভবের তারতম্যে বয়ে চলো
হিয়া জুড়ে বুনে যাও প্রেমের মালা
ভালোবাসার অর্ঘ্য নাও বসন্ত বেলা !

চেয়ে দেখ মৌমাছি ঘ্রাণে কথা কয়
চারপাশে ফুলে ফলে প্রেম ধারা বয়
প্রেম সুরে চলো ভাসাই মনের ভেলা
ভালোবাসার অর্ঘ্য নাও বসন্ত বেলা !

দেখ দেখ হলুদ সব পরী উড়ে যায়
কুকিলা টা চোখ মারে প্রেমসুখ চায়
অনুভবে মিশে থাকে প্রাপ্তিরা উতলা
ভালোবাসার অর্ঘ্য নাও বসন্ত বেলা !

শোন বাতাসে মিশে আছে বার্তা নতুন
আহা ফাগুনে ফুল বনে মধু গুন গুন,
অনুভবের দোলাচলে চলে প্রেমখেলা
ভালোবাসার অর্ঘ্য নাও বসন্ত বেলা !

যত ফুল ফুটেছে আজ এখানে ওখানে
নিয়ে সব খোঁপার ভাঁজে বাধ সঙ্গোপনে
অনুভবে তুলে নাও ফাগুনের প্রেমমালা
ভালোবাসার অর্ঘ্য নাও বসন্তবেলা !

ফেব্রুয়ারি- ১৪, ২০১৩

ইচ্ছে আমার ইছামতি

ইচ্ছে করে মধ্যমার তুড়িতে,
উড়িয়ে দেই পৃথিবীর একরাশ ধূলো !
ইচ্ছে করে দিগন্তে হেটে যাই,
কত কিছু করবো, দেখবো এলোমেলো !

ইচ্ছে করে মেঘ হয়ে যাই,
ক্রমশ উপরে উঠে পাক খেয়ে নিচে আসা..
ইচ্ছে করে দাপিয়ে বেড়াই,
সরগোলে পাকিয়ে জীবন, কেবলী ভাসা !

ইচ্ছে করে ইচ্ছেহীন জনযন্ত্রে,
মুখ লাগিয়ে চিৎকার, এই কি জীবন নাকী ?
ইচ্ছে করে লাফ দিয়ে হঠাৎ
সুন্দরের অভ্যন্তরে যাই, দিয়ে সব ফাঁকি !

নভেম্বর- ১০, ২০১২

মনের বার্তা

সাইরেনে তো কান ঝালাপালা
শুনবে কেমনে কি !
মনের কাছে মনের বার্তা আজও
পৌছেনি কি চাতকি ?

সোহাগ পুরের মিষ্টি দুপুর
তোমার পায়ের একটা নুপুর !
আমার কানে কি বলে যায়
কোথায় সে দিন টাপুর- টুপুর !

যবে তোমার হারিয়ে যাওয়া
প্রানে বাজে বীণার সুরে
তখন তোমার মন বাসনায়
এই কবি কি আসবে ফিরে ?

গোপন গহন গগন নীলে
তোমায় দেখে চমকে পিলে
উড়বে যেদিন আকাশ পানে
আমার দিকেই দৃষ্টি জেনে !

আনমনা এক রসের বালক
উড়িয়ে দিলো ধূসর পালক
পৌছেনি কি মনের কাছে,
মনের বার্তা, তীব্র ঝলক !

মার্চ ১৭, ২০১২

বৃষ্টি কাব্য

বৃষ্টি কি আর তোমার চোখের জল
বৃষ্টি কি আর হারানো মনের বল
বৃষ্টি কি আর মেঘ প্রসূত পৃথিবীর কোমলতা !

বৃষ্টি থাকে দৃষ্টি জুড়ে চোখের জলে
বৃষ্টি কি আর তোমার মনের কথা বলে
বৃষ্টি তোমার এবং আমার একলা নিরবতা !

বৃষ্টি এলো মনের সুখে নাঁচতে ধরনীতে
বৃষ্টি এলো তপ্ত বালির, রুক্ষ ধমনীতে
বৃষ্টি এখন কৃষ্টি কালচার কদম বনে খোকা ।

বৃষ্টি যেমন পাগলপারা নিত্যগীতের সহচর
বৃষ্টি মানে হুড খোলা রিকশা দু'জন মনোহর
বৃষ্টি হঠাৎ ভিজিয়ে দেয়া, লাগছে কেমন বোকা !

বৃষ্টি মানে কাদায় মাখা, স্কুল পলাতক শিশু
বৃষ্টি তুমুল জোয়ার আনে, মানব কিবা পশু
বৃষ্টি ভুলায় কিশোরী মন, হঠাৎ কাঁপে বুক !

বৃষ্টি আমার মিষ্টি কথন, ভুলিয়ে রাখা মান
বৃষ্টি মানে ঘরের কোণে, ভুলে থাকা উদ্দ্যান
বৃষ্টি নিয়ে গল্প বলো, কোথায় কি সুখ দুখ !

এপ্রিল ০৮, ২০১২

ব য়ঃ স ন্ধি কা ব্য

তোমার জন্য রাত্রি জাগা
তোমার জন্য ঘুম
তোমার জন্য ছাড়তে পারি
গভীর রাতের ওম

তোমার জন্য শাপলা শালুক
তোমার জন্য কথা
তোমার জন্য একলা একা
লুকিয়ে রাখি ব্যথা

তোমার জন্য শরৎ শিশির
তোমার জন্য মেঘ
তোমার জন্য বায়বীয় সব
ছিলো যত আবেগ

তোমার জন্য গোলাপ গন্ধ
তোমার জন্য হেনা
তোমার জন্য জীবন যৌবন
বিনামূল্যে কেনা

তোমার জন্য মিষ্টি দুপুর
তোমার জন্য ছবি
তোমার জন্য কাব্যগাথা
কবিতা, আমি কবি !

এপ্রিল- ০৮, ২০১২

আ প না য় আ ত্ম ম গ্ন

প্রতিটা মূহুর্ত আমার তোর ভাবনায়
মগজের কোষে কোষে তোর আলোছায়
একেছি হাসি মুখ, চোখের আড়ালে
মন থাকে নিশ্চুপ তোকে হারালে !

প্রজাপতি মন আমার উড়ে উড়ে যায়
কোথা তুই প্রাণ- পাখি, ডাকি নিরুপায়
এই বেলা কাছে আয় তারপর যা উড়ে
তুই আমার ভাবনার জুইফুল এ নীড়ে !

চিনচিনে ব্যাথা বয়, এলোমেলো ভাবনা
সব ছাড়ি প্রাণপণ তোকে ছেড়ে যাবোনা
হিয়ার মূলকোনে, আছিস তো অনুক্ষনে
ডাকি বলে চলে যাস, কোথা আনমনে !

তোকে ছাড়া এ নিরালে কার কাছে যাবো
কি পেয়েছি আর পথে বল কি সে পাবো
তোর মত মনোমন, তোর সে হাসি মুখ
কাছে আয় পেতে দেবো, শয্যা এবং সুখ !

এপ্রিল- ১৬, ২০১২

লব্দ ত্রিতাল

যদি পাই দেখা তব
ছেড়ে দেব মায়াভব
ছুঁয়ে যাবে অনুভব
তোমার কেশরে মুখ লুকিয়ে !

ছেড়ে যাবো বনভূমি
তোমার অধর চুমি
লয় ভূমে এ ভূস্বামী
দেখব তোমায় শুধু তাকিয়ে !

রুয়ে যাবো ধনবীজ
থুয়ে যাবো ঘননিজ
কথারা তো গিজগিজ
তোমাকে খুঁজে যাবে তন্দ্রাবিহীন !

পথ পাশে কবিতারা
মিছে মিছি ঘরেফেরা
পানিপ্রার্থী পাপিয়ারা
বলে যাবে কথা তব কাব্যকুহীন !

তোমাকে পেলে পরে
কথা সব থরে থরে
সাজাবো মনের পরে
কবিতার সুরাসুরে বাঁধবো তোমায় !

কথার গেঁথে মালা
উপমার ডালপালা
ভেড়াবো পাল তোলা
নৌকো দ্বারে তব পেলে নিরালায় !

মে- ১৩, ২০১২

একলা গায়ের বধূ

একলা গায়ের বধূ
গোমটা মাথায় দাড়িয়ে আছে
কলসি কাখে, পায়ের নুপুর পাড়ের কাছে
চুড়ি বাজে রিনিক ঝিন
যেন অমৃতা এ মধু !

একলা গায়ের বধূ
চারপাশে মাঠ, সবুজ গাছের সারি
তার ওপারে অমৃতা তোর বাড়ি
ছল করে চায়, কোথায় সে যায়
মন বিবাগী শুধু !

একলা গায়ের বধূ
কার তালাশে তাকিয়ে আছে কোথা
কৃষান স্বামী বুজবে কি তার ব্যথা
একলা দুপুর কাঁপে অমৃতার বুক
কোথাও কেউ নেই ধূ ধূ !

একলা গায়ের বধূ
আলের পরে আলতা পায়ে হাটে
সখা গেছে উজানতলীর হাটে
কোচ ভর্তি কদম ফুলের বল
মন ভরেছে যাদু !

একলা গায়ের বধূ
অমৃতা নাম ডেকে গেছি শুধু !!

মে- ১৮, ২০১২

মূল যোজনা

নীড়ে ফেরা হয়েছে যখন
তুমি এসে দাড়ালে তখন
সহসা মেলে আনত নয়ন

ফিরে ফিরে দেখে যাই !

আজ পেয়েছি যতটুকু সুধা
কাল কি পাবো, ফেরে বাঁধা
কে জানে সে অবাক ধাঁ ধাঁ

বারে বারে ডাকছি তাই !

চলে এসো নিরজনে কাছে
আধাঁরে লুপ্ত আলোর পিছে
ডাকাডাকি থাক তবে মিছে

একি তো পথ দু'জনার..

চলো যাই জল সেঁচে মাঠে
যাই কিছু আশা বেঁচে তটে
জমানো আছে বয়সী ঘাটে

নৌকো এক মূল যোজনার !

মে- ২০, ২০১২

অ স ভ্য তা

বসন খুলে ব্যাকুল তাকাও
কবির কোমল চোখে,
তাকিয়ে র'বো তোমার দু'টো
আলতা মাখা বুকে !

ভাবছ বুঝি অসভ্যতা ছিঃ !
কবি তোমার শিরায়,
তোমার নাভি মর্মমূলে
অপার ধেয়ান জাগায় !

তাকিয়ে থাকি অপলক
পালক তোমার দেহে,
কবিকে লাজ ? কবিতা,
কবি কি তোমার নহে ?

সবটুকু দাও দেবার মত
উজাড় করে মন,
মনের মনে চেতনা বিলাস
ভাবনায় শিহরন !

তোমার চোখের পাপড়ী
যদি কাঁশ চেনাতে চায়..
কবির বুকে নিরবে এসো
থেকো অবাক মুগ্ধতায় !

মে- ২২, ২০১২

অ মী মাং সি ত

একটা প্রশ্নেরও
মিমাংসা হলোনা আজ অবধি
একটা কথাও সুরে বাজলোনা,
এমন কী, মানুষের মৌলিক ব্যকরণ
এখনো আমরা বানাতে পারিনি
পেরেছি বানাতে থানাতে হাজতি বেশে বসে থাকা
মানুষ মানুষ পাহারায় বসেছে
চোখে মুখে অন্ধ অবিশ্বাস, বেদনা বিষবাষ্পে
চারপাশ ধূমায়িত, শুধু কথার কপচানি
কোন সুরাহা এলোনা আজও, এখনো !
মাখানো বুক জুড়ে শতাব্দীর কালিমা
ধূয়ে মুছে শীতল বাতাসের কূল ঘেষে
বসলোনা আজও কোন রসালো বালক !
মেঘের রাজকন্যে হন্যে হয়ে নাগর খুজছে
বৃষ্টি বিলাস অসহ্য তার কাছে,
খরায় জ্বলবে বলে কলে কব্জায়
মুঠি ধজায় হাতাহাতির কারুকল্প !

একটা প্রশ্নের সুরাহা পায়নি সন্তোষ
দিন শেষে কে কি, কেন এ মানুষ ?

মে- ২৬, ২০১২

এ ক আ স্বা দ ন

একটা একলা কাব্য চাই আমার
একটা একলা মনের খেদ, ঠুনকো বিভেদ
একটা নিজস্ব মাঠ, চাই শব্দ খামার !

একটা নির্ভেজাল শব্দ বুনে
একটা একলা তেপান্তর পাড়ি দেব
একটা কাব্য চাইবো আনমনে !

একটা মৌমাছির পেছনে বিকেল
একটা প্রজাপতি মান ভাঙাবে মুগ্ধ দুপুরে
একটা রাঁজহাস দেখাবে জলের খেল !

একটা ছোট শিশু বুনবে মালা
একটা একলা কিশোর বাঁশি বাজাবে
একটা ছোট্ট ঘর সাজানোর পালা !

একাটা হিমবাহে জড়াবো কথা
একটা বৈরী মেঘ ডাকবে মনের আকাশ
একটা কিশোরী পাবে কবিতার ব্যাথা !

মে- ২৯, ২০১২

বৈ প রী ত্য

এসো প্রাণের স্পন্দনে,
এসো আলো'র ক্রন্দনে,
এসো সজীব বীজের সুশুদ্ধ, অঙ্কুরিত শব্দের মননে !

একটি মহেন্দ্রক্ষণ অপেক্ষায় আছে তোমার আমার,
একটি সতেজ অণু বিষন্ন চোখে খুঁজছে ক্ষুধা আহার !

চলো শুদ্ধ আকাশে চোখ রাখি,
চলো সুন্দর স্বপ্নীল ছবি আঁকি,
চলো ভালো থাকার মন্ত্রে করি কোমল ডাকাডাকি !

একটি আজন্ম তিয়াসী চাতক বসে আছে পথপারে,
একটি বৃক্ষ দিবে জুম বৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দগ্ধ মনন্তরে !

দেখো চারপাশ হলুদ কেমন,
দেখো মনন্তরে মরেনি মনন,
দেখো চেয়ে সবুজ পাখার পাখি উড়ে যায় উচাটন !

একটি হলুদ টিয়া পাখি মেলছে যবে পাখা নীলে,
একটি বালক মুগ্ধ , গাছের ছায়ায় তোমায় পেলে !

মে- ২৯, ২০১২

বৃত্ত বন্দী

বদলে যাবো বলে যেদিন
মন ভাসালাম নদীর জলে
ভেঁসে গেলো স্রোতের টানে
ছিল জমানো যা কালের থলে !

পার্বণ এলে ভেবেছি কত
নতুন সুরে বাঁধবো মিঠে গান,
একই রেখা দৈত কক্ষপথে
তীর মিলেনি কেবল উজান !

বান ডাকলো প্রথম যেদিন
ভাবছি যাবো ভিজতে জলে,
কোথায় গেলো বদলানো মেঘ
আমায় মিছে ধাঁধাঁয় ফেলে !

প্রেম বিলাসী গাছের সাথে
মিলেমিশে থাকবো বলে
নাইতে গেলাম, শুদ্ধ মনে
মনোমুগ্ধ মোহন জলে !

বললো সবাই বদলে যাবে
যেই ধরলাম হাল নায়ে !
এখন দেখি বদল কোথায়
ঘুরছি বৃত্তে পায়ে পায়ে !

জুন, ১৬, ২০১২

ছায়াঘন মায়া হরিণ

মায়া হরিণ নামটা শুনলেই
একটা গাঢ় মায়া ভর করে কর্ণ- কুহরে
যেমন, আলতু ছুঁয়ে দিলে
মায়াবী চোখ মেলে মায়ার শরীর !

ছায়াঘন পাটাতনে বিঘ্নিত দুপুর
উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা নাঙা শিশু যেন
একটা ঘাষ চিবানো চতুষ্পদ
দূরের ঘর ও বাড়ি, দু'ক্রোশ পরে নীড় !

আমি ছুটছিলাম..
মায়া ও ছায়ার পিছু !

আমি দেখছিলাম..
কিছুটা উঁচু এবং নিচু !

জুন- ১৬, ২০১২

উত্তল শাহবাগ

বাংলাদেশের হৃদয় হয়ে জ্বলছে দেখ শাহবাগ
মিশে গেছে হাজার জনতার হৃদয়ের অনুরাগ
তরুণ বৃদ্ধ অবুঝ শিশু সকল পেশার মানুষ
সংস্কার কাজে হাত দিয়েছে, এলো একাত্তরের হুঁশ !

অসময়ের দশ ফোঁড় হলেও, হবেই এবার
পাবোই সঠিক অর্থ, তের সালে স্বাধীনতার,
তারুণ্য জেগেছে যখন মরবেই সব কালনাগ
বাংলাদেশের হৃদয় হয়ে জ্বলছে দেখ শাহবাগ !

যার গিয়েছে সেই বুঝে মনের দহন কত ব্যথা
মা বোনের ছল চোখ, পিতার গুলিবিদ্ধ বুক মাথা
রক্ত গঙ্গায় ভাসমান বাংলার মাটি করছে দাবী
দেশদ্রোহীর ফাঁসি চাই,এই চাওয়া কিসে থামাবি !

মা এসেছে বাপ এসেছে কোলের শিশু সহ
সকল পেশার, সকল শ্রেণী, বাঙালি নিরীহ
উন্মাদ হয়ে গেছে, শোধের নেশায় একাকার
এ দেশে ঠাই নাই কোন দেশদ্রোহী রাজাকার !

জন্মের দায় ভুলি কি করে, রক্তের ইতিহাস
এখানে সহাবস্থানে আর নয় অচ্ছুতে বসবাস
আজ মুছে যাক মানবতার শত্রু, দেখুক ভূ- ভাগ
বাঙালীর নত নয় মাথা, জাগে উত্তল শাহবাগ !!

ফেব্রুয়ারি- ১৭, ২০১৩
প্রজন্ম চত্বর, শাহবাগ